Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-X, Issue-V, October 2022, Page No.90-96
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

নিষেধাত্মক সাত্ত্বিক বচন: ভাষার একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

প্রণব ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, যতীন্দ্র রাজেন্দ্র মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Classical logic is based upon the existential presupposition that all singular terms have denotation, i.e., they are non-empty. When we assert the existence of something by sentences of the form like, 'Rabindranath exists', 'The present king of India exists', we have singular existential statements. Sometimes we also assert such sentences viz, 'The present king of India does not exist', 'Unicorn does not exist', 'and the round-square does not exist'. The former are called affirmative existential statement, whereas later are called negative existential statement.

Such negative existential statements as, 'Pegasus does not exist', 'Unicorn does not exist', have been a constant problem to the classical logician. In the subject predicate form *of sentences such as, 'Rabindranath is wise', "Goose is white', we certainly think that, the sentence 'Rabindranath is wise' is about Rabindranath and the sentence 'Goose is white' is about Goose. Grammatical similarities with such subject predicate form of sentences might induce us to think that negative existential statement like as; 'Pegasus does not exist' is about Pegasus. But the problem is: how can we say that 'Pegasus does not exist' – is about Pegasus? When there is no Pegasus. Do they exist at all? Do they exist in the same sense in which physical objects are said to exist?*

Key words: Logic, Existence, Empty Terms, Singular Terms, Denotation, Statement

ভাষা দর্শনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো - ভাষার প্রত্যয়গত বিশ্লেষণ(conceptual analysis)করা এবং ভাষার মৌলিক প্রত্যয় গুলিকে সুস্পষ্ট করা। এই বিষয়গুলি সুস্পষ্ট করতে গিয়ে ভাষাগত অর্থ (linguistic meaning), অর্থপূর্ণতা (meaningfulness) এবং অর্থের অভিন্নতার (sameness of meaning) উপর গুরুত্ব প্রদান আবশ্যক হয়ে পড়ে এবং এই বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব প্রদান করতে গিয়ে ভাষা দর্শনে কতকগুলি মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, যেগুলি হল ভাষা কি? শব্দের অর্থ বলতে কী বোঝায়? অর্থ (meaning) কি? একটি বাক্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপাদান হয় কিভাবে? দুটি অভিব্যক্তি কি অনুরূপ অর্থ নির্দেশ করতে পারে, না ভিন্নার্থক অর্থ নির্দেশ করে ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য ভাষাদর্শনে অর্থ সংক্রান্ত যে সমস্ত দার্শনিক সমস্যা গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে তাদের মধ্যে নিষেধাত্মক সাত্ত্বিক বচন (Negative Existential Statement) সংক্রান্ত আলোচনা অন্যতম। নিষেধাত্মক সাত্ত্বিক বচন বা বাক্য হল সেই বাক্য বা বচন যেখানে কোন কিছুর অস্তিত্বহীনতার কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় বা বলা হয়, অর্থাৎ যে বচনে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় যে অমুক শ্রেণী বা অমুক বস্তুটি শূন্য। এই জাতীয় বাক্য ব্যবহার করে কোন কিছুর (ব্যক্তি অথবা বস্তু) অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়।

প্রচলিত ভাষায় এমন অনেক বাক্য আছে যে বাক্যগুলি দ্বারা নির্দেশিত বা বর্ণিত কোন বস্তু বা ব্যক্তির বাস্তব অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। সাধারণভাবে কোন বস্তু বা ব্যক্তি কে অর্থপূর্ণ বলে গ্রহণ করা হয় যদি সেই বস্তু বা ব্যক্তিটি প্রকৃতপক্ষেই বাস্তব জগতে অস্তিত্বশীল হয়, যেমন- বই, খাতা, পেন্সিল, চেয়ার-টেবিল, কুকুর-বিড়াল, গরু ইত্যাদি। কেননা এই জাতীয় বস্তু বা ব্যক্তি দিয়ে গঠিত বাক্য বা বচন গুলির উপর সত্যমুল্য আরোপ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ: 'টেবিলের চারটি পা আছে', 'গরু হল তৃণভোজী প্রানী' - এই জাতীয় বচনগুলি সত্য, কেননা উভয় বচন দুটির উদ্দেশ্য পদ 'টেবিল', 'গরু' দ্বারা নির্দেশিত যে সমস্ত ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণিত হয়েছে, সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বাস্তবিকই টেবিল গরুর মধ্যে । কিন্ত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অনেক সময় এমন কিছু বাক্য বা বচন ব্যবহার করে থাকি যেগুলির দ্বারা বাস্তব জগতের কোন বস্তু বা ব্যক্তি কে নির্দেশ করতে পারি না, যেমন আকাশকুসুম ,পক্ষীরাজ ঘোড়া ইত্যাদি।

দর্শনশাস্ত্রে, বিশেষত: তর্কবিদ্যায়, ব্যাকরণগতভাবে সুগঠিত প্রতিটি বাক্যের একটি উদ্দেশ্য পদ এবং একটি বিধেয় পদ থাকে এবং বাক্যের বিধেয় পদ দ্বারা উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কে কিছু বলা হয়। 'রবীন্দ্রনাথ হন জ্ঞানী ব্যক্তি', 'রাজহাঁস হয় সাদা' এই সমস্ত বচনগুলি ব্যাকরণগতভাবে সুগঠিত এবং উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ সম্বলিত। 'রবীন্দ্রনাথ হন জ্ঞানীব্যক্তি' – এই বচনটির বিধেয়পদ ' জ্ঞানী ব্যক্তি' উদ্দেশ্যপদ 'রবীন্দ্রনাথ' সম্পর্কে কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা ব্যক্ত করে। অনুরূপভাবে ব্যাকরণগত সাদৃশ্য থাকার কারণে 'রাজহাঁস হয় সাদা' এই বচনটিতে 'রাজহাঁস' সম্পর্কে কোন কিছু ঘোষণা করা হয়েছে। বচনের এইরূপ ব্যাকরণগত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে এ কথা চিন্তা করতে পারি যে নিষেধাত্মক সাত্ত্বিক বাক্য, যথা- 'বৃত্তাকার বর্গক্ষেত্র নেই', 'সোনার পাহাড় নেই', 'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা নেই' ইত্যাদি বাক্যের উদ্দেশ্য স্থানে অবস্থিত বিশিষ্ট নাম(proper name) বা সুনির্দিষ্ট বর্ণনা(definite description) দ্বারা অস্তিত্বহীন কোন কিছুকে নির্দেশ করা হয় এরূপ মনে হওয়ার কারণ হলো নিষেধাত্মক সাত্ত্বিক বাক্যগুলি ব্যাকরণগত ভাবে সাধারণ উদ্দেশ্য বিধেয় আকারের বাক্যের সদৃশ, যেমন ' দ্রৌপদী মুর্মু হন ভারতের রাষ্ট্রপতি' এই উদ্দেশ্য বিধেয় আকারের বাক্যটির উদ্দেশ্য স্থানে অবস্থিত 'দ্রৌপদী মুর্মু' বিশিষ্ট নামটির দ্বারা একজন বিশেষ ব্যক্তিকে নির্দেশ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে 'বৃত্তাকার বর্গক্ষেত্র নেই'- এই নিষেধাত্মক সাত্ত্বিক বাক্যটির উদ্দেশ্য পদ দ্বারা 'বৃত্তাকার বর্গক্ষেত্র' কে নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং আমরা মনে করি নিষেধাত্মক সাত্ত্বিক বাক্য ব্যবহার করে কোন কিছুর অস্তিত্ব অস্বীকার করতে হলে যার অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় সেটি নির্দেশিত হওয়া দরকার।[1]

কিন্তু এই জাতীয় বাক্য গুলিতে সমস্যা হল বাক্যগুলোকে উদ্দেশ্য পদ দ্বারা নির্দেশিত বস্তুটি বাস্তব জগতের অস্তিত্বশীল কোন বস্তুকে নির্দেশ করতে পারে না। ফলত: বাক্যটির বিধেয় পদ কোন কিছুর প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে না। আবার এই ধরনের বাক্যগুলি কোন কিছুকে নির্দেশ করে তাহলে সেগুলি অস্তিত্বশীল কোন কিছুকে নির্দেশ করবে আর যদি বাক্যটি কোন কিছুকে নির্দেশ না করে তাহলে সেগুলি কোন কিছু সম্বন্ধে প্রযোজ্য হতে পারবে না। রাসেল বলেছেন,

> " What does not exist must be something or it would be meaningless to deny its existence."[2]

ফলে বাক্যগুলি সম্পর্কে কোন সত্যমূল্য (truth-value) আরোপিত হতে পারবে না। অথচ সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে এই জাতীয় বাক্যগুলিকে অর্থপূর্ণ ও সত্য বলে মনে করা হয়। 'বৃত্তাকার বর্গক্ষেত্র নেই' এই ধরনের নিষেধাত্মক সাত্ত্বিক বাক্যগুলিকে অর্থপূর্ণ এবং সত্য বলে গ্রহণ করা হয়। এই বাক্যটিকে সত্য হতে

---

[1] Cf. D. K. Bagchi, *The notion of existence in modern logical theory,* p. 80.
[2] B. Russell, *The Principle of Mathematic*, p. 42

গেলে ’বৃত্তাকার বর্গক্ষেত্র’ নামক কোন কিছু হতে হবে। এখন ’বৃত্তাকার বর্গক্ষেত্র’ বলে কোন কিছু যদি না থাকে তাহলে বলতে হয় বাক্যটির উদ্দেশ্য পদ দ্বারা কোন বস্তুকে নির্দেশ করা হয়নি এবং এই বাক্যটির দ্বারা কোনো কিছু সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।

সুতরাং আমরা যদি মনে করি সাধারণ উদ্দেশ্য বিধেয় আকারের বাক্যের মতোই নিষেধাত্মক সাত্ত্বিক বাক্যের উদ্দেশ্য স্থানে অবস্থিত অভিব্যক্তিটি কোন কিছুকে নির্দেশ করে তাহলে আমরা উপরোক্ত দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ দাবীর সম্মুখীন হয় এবং এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ দাবীকে যুগপৎ স্বীকার করলে স্ববিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় এবং সমস্যাটি হলো যখন নিষেধাত্মক সাত্ত্বিক বাক্যের দ্বারা কোন কিছুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় তখন ওই ধরনের বচন-এর সত্যতার দাবী করে কিভাবে? বা যদি কোন বাক্যের উদ্দেশ্য পদ দ্বারা বোধিত বস্তুটি অস্তিত্বহীন হয় তাহলে ’নেই’ শব্দের দ্বারা প্রকাশিত বচনটি সত্য হয় কিরূপে? ডোনেলন বলেছেন,

> “The problem is, of course, well known and ancient in origin; Such statements seem to refer to something only to say about it that it does not exist. How can one say something about what does not exist?”[3]

পাশ্চাত্য ভাষা দর্শনের বিভিন্ন দার্শনিকগণ এই জাতীয় বাক্যের সমস্যাটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন ভাবে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন এবং কেউ কেউ এই সমস্যাটি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। এই প্রকার বচন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান প্রকল্পে যে সমস্ত ভাষা দার্শনিকগণ মত প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো আলেক্সিস মাইনং (Alexous Meinong), গটলব ফ্রেগে (Gotlab Frege) এবং বার্ট্রান্ড রাসেল (Bertrand Russell)।

মাইনং-এর মত (Meinong’s views): মাইনং তাঁর ব্যক্তার্থ বিষয়ক মতবাদ এর সাহায্যে নিষেধাত্মক সাত্ত্বিক বচনের অর্থপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তার মতে একটি বাক্যের অর্থ নির্ধারিত হয় ওই বাক্যের ব্যক্তার্থ(Denotation) দ্বারা। তিনি বলেছেন নিষেধাত্মক সাত্ত্বিক বাক্যের উদ্দেশ্য স্থানে অবস্থিত বিশিষ্ট নাম বা সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দ্বারা নির্দেশিত বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব না থাকলেও অর্থাৎ ওই বাক্য দ্বারা নির্দেশিত বস্তু বাস্তব জগতের দৈশিক-কলিক সম্বন্ধে আবদ্ধ না হলেও তাদের এক প্রকার সত্তা (being) বিদ্যমান। এইরূপ সত্তা বিশিষ্ট বস্তুকে মাইনং ধারণাগত বস্তু (ideal object) বলেছেন। তিনি বলেছেন,

> ‘ ...mention something in a sentence, even if there was no such thing in our ordinary space-time world, then the sentence referred to whatever you mentioned, and then that thing *was* somehow. Such things will not be said to exist but they do have being. Meinong called them ideal objects.’[4]

তার মতে একজন ব্যক্তি যখন অবধারণ, অনুমান প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া সম্পাদন করে তখন তার মন এই ধরনের ধারণাগত বস্তুর সঙ্গে সরাসরি ভাবে সংযুক্ত হয় এই রূপ ধারণাগত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করলে ‘সোনার পাহাড়’, ‘ আকাশকুসুম’ এবং ’বন্ধ্যা নারীর পুত্র’ ইত্যাদির অভিব্যক্তি দ্বারা নির্দেশিত ব্যক্তি বা বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব না থাকলেও তাদের একপ্রকার ধারণাগত অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে।

মাইনং মনে করেছিলেন যে সকল বস্তু সম্পর্কে আমরা চিন্তা করতে পারি যা বাক্যের উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে তারই সত্তা আছে। এখানে সত্তা বলতে তিনি কোনো না কোনো প্রকার সত্ব - র কথা বলেছেন অর্থাৎ এগুলি চিন্তনীয় জগতে বিদ্যমান (subsistence entity) আছে। তার মতে এ জাতীয় বস্তুগুলি ঘরবাড়ি গাছপালা ইত্যাদির মতো দৈনিক কালিক সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে অস্তিত্ববান না হলেও, এদের

[3] K. Donnellan, “Speaking of Nothing”, *The Philosophical Review,* Jan. 1974, p. 3.
[4] B.R Gross, Analytic Philosophy, p. 69

সকলেরই এক ধরনের যৌক্তিক সত্তা(logical being) থাকায় এগুলো চিন্তনীয় জগতে বিদ্যমান থাকে তিনি বলেছেন,

> 'as we know, the figures with which geometry is concerned do not exist. Nevertheless, their properties, and hence their Sosein can be established... [T] he principle applies, not only two objects which do not exist in fact, but also to objects which could not exist because they are impossible. Not only is the much heralded gold mountain made of gold, but the round square is as surely round as it is square'[5]

মাইনং নিষেধাত্মক সাত্ত্বিক বচন এর অর্থপূর্ণতা ব্যাখ্যা করার জন্য পক্ষীরাজ ঘোড়া, আকাশকুসুম , বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা এই ধরনের অভিব্যক্তি দ্বারা নির্দেশিত ব্যক্তি বা বস্তুর অবাস্তব অস্তিত্ব (non-actual existent) স্বীকার করেছিলেন। তাঁর মতে এরূপ অবাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করলে 'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা নয় অস্তিত্ববান' এই জাতীয় বাক্য গুলির অর্থপূর্ণতা ব্যাখ্যা করা যায়। কারণ ' বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা' এই উদ্দেশ্য পদ দ্বারা নির্দেশিত ব্যক্তির বাস্তব অস্তিত্ব না থাকলেও 'অবাস্তব অস্তিত্ব' (ideal object) আছে এবং বাক্যটির বিধেয় পদ 'নয় অস্তিত্ববান' অবাস্তব অস্তিত্বশীল ব্যক্তি সম্বন্ধে কিছু বলে। ফলে সমগ্র বাক্যটি অর্থপূর্ণ হয়। কিন্তু রাসেল প্রমুখ দার্শনিক বলেছেন এরূপ স্বীকার করলে জগতে বাস্তব ও অবাস্তব অস্তিত্ব সম্পন্ন বস্তুর অনর্থক ভীড় জমে। তাই এরকম অবাস্তব অস্তিত্বশীল বস্তু স্বীকার করা অসুবিধাজনক

> 'Meinong to have populated the universe with entity upon entity, and these he determined to cut away.'[6]

ফ্রেগের মত (Frege's views): নিষেধাত্মক সাত্ত্বিক বচন সংক্রান্ত সমস্যাটিকে ফ্রেগে এই বলে এড়িয়ে গেছেন যে, প্রচলিত ভাষা হলো ত্রুটিপূর্ণ। কারণ প্রচলিত ভাষায় এমন অনেক অভিব্যক্তি আছে যে অভিব্যক্তিগুলি কোন কিছুকে নির্দেশ করে না অর্থাৎ তাদের বাচ্য নেই। তার মতে বাচ্য (reference), বাচ্য হল নাম দ্বারা নির্দেশিত বস্তু বা ব্যক্তি(object)টি, তিনি বলেছেন,

> "A proper name (word, sign, combination of signs, expression) expresses its sense, stands for [bedeutet] or [bezeichnet] its Bedeutung. By employing a sign we express its sense and designate its Bedeutung."[7]

বাচ্যবিহীন নাম প্রচলিত ভাষায় অনেক সময় ব্যবহৃত হলেও যৌক্তিকভাবে সুগঠিত ভাষায় বাচ্য বিহীন কোন নাম থাকবে না। ফ্রেগের মতে পক্ষীরাজ ঘোড়া, আকাশকুসুম, বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা এই জাতীয় নিষেধাত্মক সাত্ত্বিক বিবৃতি গুলির দ্বারা কোন বস্তু বা ব্যক্তি নির্দেশিত না হওয়ায় এই অভিব্যক্তি গুলির কোন বাচ্য নেই, কেননা ফ্রেগের মতে বিশিষ্ট নামের বাচ্য হল ঐ নাম দ্বারা নির্দেশিত বস্তু বা ব্যক্তিটি। তাঁর মতে 'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা নয় অস্তিত্বশীল' এই উক্তিটি কোন ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য হয় না কেননা বর্তমানে ভারত একটি সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্র। ফলস্বরূপ সেই দেশে কোন রাজা থাকার প্রশ্নই ওঠে না সেজন্য বাক্যটি কোন উদ্দেশ্য স্থানে অবস্থিত 'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা' অভিব্যক্তিটির কোন বাচ্য থাকে না। এর ফলে ওই অভিব্যক্তির দ্বারা গঠিত সমগ্র বাক্যটির 'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজার নয় অস্তিত্বশীল' কোন বাচ্য থাকবে না। কারণ ফ্রেগের মতে, একটি বাক্যের বাচ্য ঐ বাক্যটির অন্তর্ভুক্ত অভিব্যক্তিগুলির বাচ্য দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত হয়।

---

[5] ' The Theory of Objects' in R. Chisholm, ed., *Realism and Background of Phenomenology,* p. 82
[6] B.R Gross, *Analytic Philosophy*, p. 69

[7] G. Frege, ' On *Sinn and Bedeutung'*, in M. Beaney (ed.), *The Frege Reader*, p. 156

ফ্রেগের মতে, ’বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা নয় অস্তিত্বশীল’ অভিব্যক্তিটি যৌক্তিক থেকে সুগঠিত নয়। কারণ তার মতে ’… অস্তিত্বশীল’ ’…নয় অস্তিত্বশীল’ এই ধরনের অসম্পূর্ণ অভিব্যক্তিগুলো দ্বিতীয় স্তরের বিধেয় অভিব্যক্তির (second ordered predicative expression)। এই স্তরের বিধেয় অভিব্যক্তির অসম্পূর্ণ অংশে কোন প্রথম স্তরের বিধেয় অভিব্যক্তি(first ordered predicative expression) দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার উপযুক্ত। কোন বিশিষ্ট নাম বা সুনির্দিষ্ট বর্ণনা, যেগুলিকে ফ্রেগে সম্পূর্ন অভিব্যক্তি (complete expression) বলেছেন, দ্বারা পুরিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত নয়। ফ্রেগের মতে এই ধরণের অভিব্যক্তিগুলি যৌক্তিকভাবে সুগঠিত হতো যদি এদের অসম্পূর্ণ অংশে কোন প্রথম স্তরের বিধেয় অভিব্যক্তি যোগ করা যেত। ’বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা নয় অস্তিত্বশীল’ এই দ্বিতীয় স্তরের বিধেয় অভিব্যক্তিটি একটি বাচ্যহীন ব্যক্তির নাম এবং নাম (বিশিষ্ট নাম বা সুনির্দিষ্ট বর্ণনা) সবসময় প্রথম স্তরের বিধেয় অভিব্যক্তির উদ্দেশ্য স্থানে বসে তাই এই ধরনের নামের সঙ্গে ’…নয় অস্তিত্বশীল’ এই বিধেয় অভিব্যক্তি ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু ’বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা নয় অস্তিত্বশীল’ অভিব্যক্তিতে এই ধরনের অভিব্যক্তি ব্যবহৃত হওয়ায় এই বাক্যটি যৌক্তিক থেকে সুগঠিত হতে পারে না।

কিন্তু ফ্রেগের মতে ’বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা নয় অস্তিত্বশীল’ এই জাতীয় নিষেধাত্মক সাত্ত্বিক বচন গুলির কোন বাচ্য (reference) না থাকলেও বাক্যগুলি অর্থহীন নয়। এই জাতীয় বাক্যগুলি দ্বারা একটি চিন্তা(thought) প্রকাশিত হয়, যেটিকে ফ্রেগে একটি ঘোষক বাক্যের (declarative sentence) তাৎপর্য(sense)বলে অভিহিত করেছেন। কারণ ফ্রেগের মতে ব্যাকরণগত দিক থেকে সুগঠিত এবং বিশিষ্ট নাম অথবা সুনির্দিষ্ট বর্ণনা সম্বলিত প্রত্যেকটি অভিব্যক্তির অব্যশই একটি তাৎপর্য থাকবে। তিনি বলেছেন, ‘ ...every grammatically well-formed expression figuring as a proper name always has a sense.’[8] এবং ’বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা নয় অস্তিত্বশীল’ এই অভিব্যক্তি ফেগের মতে ব্যাকরণগত দিক থেকে সুগঠিত এবং একটি বিশিষ্ট নাম । সুতরাং বাক্যটি দ্বারা অবশ্যই একটি চিন্তা প্রকাশিত হবে অর্থাৎ এর একটি তাৎপর্য থাকবে। সেজন্য ফ্রেগে বলেন নিষেধাত্মক সাত্ত্বিক বচন গুলির কোন বাচ্য (reference) না থাকলেও তাৎপর্য (sense) থাকার জন্য এই ধরনের অভিব্যক্তিগুলো অর্থপূর্ণ হয়।

রাসেলের মত (Russell’s views): রাসেল নিষেধাত্মক সাত্ত্বিক বচন এর সমস্যার সমাধান যেভাবে করেছেন মাইনং ও ফ্রেগে এই দুজনের মতের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। রাসেল এই জাতীয় বাক্য সংক্রান্ত সমস্যাটি সমাধান করার চেষ্টা করেছেন তাঁর বিখ্যাত বর্ণনা বিষয়ক মতবাদ(Theory of Description) এর সাহায্যে। রাসেলের মতে নিষেধাত্মক সাত্ত্বিক বচন এর উদ্দেশ্য পদ হিসাবে একটি বিশিষ্ট নাম অথবা একটি সুনির্দিষ্ট বর্ণনা ব্যবহৃত হতে পারে এবং তার মতে অধিকাংশ বিশিষ্ট নাম হল প্রচ্ছন্ন বর্ণনা (disguish description), যেমন ’রবীন্দ্রনাথ’ এই বিশিষ্ট নামটির বাচ্য হল রবীন্দ্রনাথ নামক । কিন্তু এই নাম দ্বারা নির্দেশিত ব্যক্তি সম্পর্কে অবগত হই ’গীতাঞ্জলির রচয়িতা’ ’শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা’ এবং ’ভারতবর্ষের প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজেতা’ ইত্যাদি প্রচ্ছন্ন বর্ণনার মাধ্যমে।

রাসেলের মতে বিশিষ্ট নামের নির্দেশনামূলক ক্রিয়া (referring function) থাকে বর্ণনামূলক ক্রিয়া (descriptive function) থাকে না। কিন্তু সুনির্দিষ্ট বর্ণনাগুলি অনন্যভাবে (uniquely) কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি বা বস্তু কে বর্ণনা করায় এদের বর্ণনামূলক ক্রিয়া বর্তমান থাকে, নির্দেশনামূলক ক্রিয়া থাকে না । সেজন্য রাসেল সুনির্দিষ্ট বর্ণনাকে বিশিষ্ট নাম হিসাবে গ্রহণ করেননি তিনি বলেছেন,

8 G. Frege, ‘On Sinn and Bedeutung’, in M. Beaney (ed.), the Frege Reader, p. 163.

'… "The author of Waverly" is not a symbol, because the separate words that compose the phrase are parts which are symbols.'[9]

রাসেলের মতে সুনির্দিষ্ট বর্ণনাগুলি হল অসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি কারণ এদের নিজস্ব কোন তাৎপর্য নেই। এই জাতীয় বর্ণনাগুলি যে বাক্যে ব্যবহৃত হয় সেই বাক্যের প্রেক্ষিতেই এগুলির অর্থ নির্ধারিত হয়। এছাড়াও তিনি বলেছেন ' … হয় অস্তিত্বশীল', '… নয় অস্তিত্বশীল' এই ধরনের অসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি গুলি নাম সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয় বচন আপেক্ষক(propositional function) সম্বন্ধে প্রযোজ্য, যেমন: 'পক্ষীরাজ ঘোড়া অস্তিত্বশীল' এই বাক্যটিকে পক্ষীরাজ ঘোড়া নামটিকে যদি একটি বিশিষ্ট নামে দেখা হয় তাহলে ওই নাম দ্বারা গঠিত সমগ্র বাক্যটি সুগঠিত বাক্য বলে গণ্য হবে না। কিন্তু যদি পক্ষীরাজ ঘোড়া নামটিকে প্রচ্ছন্ন বর্ণনা হিসাবে দেখা হয় তাহলে সমগ্র বাক্যটি হয়, পাখা বিশিষ্ট ঘোড়ার অস্তিত্ব নেই(The winged horse does not exist) অথবা উড়ন্ত ঘোড়ার অস্তিত্ব নেই(The flying horse does not exit)। রাসেলের মতে একটি সুনির্দিষ্ট বর্ণনা বিশিষ্ট অভিব্যক্তিকে যদি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে ওই অভিব্যক্তিতে সুনির্দিষ্ট বর্ণনাটি বর্জিত হয়ে গেছে। 'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা হয় অস্তিত্বশীল' এই অভিব্যক্তিটি একটি সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দ্বারা গঠিত এবং উদ্দেশ্য বিধেয় আকার সম্মলিত সরল বাক্য বলে প্রতীয়মান হলেও কিন্তু রাসেলের মতে এই ধরনের সুনির্দিষ্ট বর্ণনা যুক্ত বাক্যগুলি ব্যাকরণগতভাবে সরল বাক্য বলে মনে হলেও এগুলিকে যৌক্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এগুলি একটি সংযোগী বচনV (conjunction proposition)। উপরোক্ত বাক্যটি যৌক্তিক বিশ্লেষণ করলে পায়:

(ক) অন্তত একজন ব্যক্তি আছেন যিনি হন বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা (At least one person who is the present king of India);

(খ) অনধিক একজন ব্যক্তি আছেন যিনি হন বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা (At most one person who is the present king of India) ।

এই দুটি অঙ্গ বাক্য কে সংযুক্ত করে এবং সাংকেতিক আকারে আকারিত করে যে বাক্যটি পাওয়া যায় তার প্রতিকায়িত রূপটি হল:

$(\exists x)\ [Kx.\ (y)\ (Ky. \supset .\ y=x)]$ 'X is the king of India.'

এই সংযৌগিক আকারের অন্তর্গত প্রথম সংযোগী বাক্য এই অংশটি একটি মিথ্যা বচন কে প্রকাশ করে অর্থাৎ (ক) অন্তত: একজন ব্যক্তি আছেন যিনি হন বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা এই বাক্যটির মিথ্যা বচন কে প্রকাশ করছে কারণ বর্তমানে ভারত একটি সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্র, রাজতন্ত্রী নয়। সেখানে ভারতবর্ষে বর্তমানে কোন রাজা থাকার প্রশ্নই ওঠে না। আবার যৌক্তিক নিয়ম অনুসারে কোন সংযৌগিক বচনের অন্তত একটি বচন যদি মিথ্যা হয় তাহলে সমগ্র বচনটি মিথ্যা হয়ে যায়। তাই রাসেলের বর্ণনা অনুযায়ী 'বর্তমান ভারতবর্ষের হন রাজা অস্তিত্বশীল' এই বচনটি মিথ্যা।

রাসেলের মতে, 'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা নয় অস্তিত্বশীল' এই অভিব্যক্তিটি হলো 'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা হয় অস্তিত্বশীল' এই অভিব্যক্তির নিষেধক (Negation)। এই প্রেক্ষিতে রাসেল একটি সুনির্দিষ্ট বর্ণনার মুখ্য প্রয়োগ(primary occurrence) এবং গৌণ প্রয়োগের(secondary occurrence) কথা বলেছেন। তার মতে যদি কোনো বিবৃতি একটি সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়, যে সুনির্দিষ্ট বর্ণনাটির পরিধি(scope) বিবৃতিটির শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তাহলে সেই বিবৃতিতে ওই সুনির্দিষ্ট বর্ণনাটির মুখ্য প্রয়োগ আছে। আবার যদি একটি নিষেধক বচনের নিষেধের পরিধি হয় সর্বাপেক্ষা ব্যাপক এবং এই পরিধি

[9] B. Russell, 'Descriptions' in A. P. Martinich (ed.), the Philosophy of Language, p. 216.

বিবৃতিটির শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে আর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাটির পরিধি হয় নিষেধের পরিধির অন্তর্গত তাহলে বিবৃতিতে সুনির্দিষ্ট বর্ণনার গৌণ প্রয়োগ আছে বলা হয়।

> 'A description has a "primary" occurrence when the proposition in which it occurs results from substituting the description for "x" in some propositional function φx; a description has a "secondary" occurrence when the results of substituting the description for x in φx gives only part of the proposition concerned.'[10]

'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা হয় অস্তিত্বশীল' এই বিবৃতিতে সুনির্দিষ্ট বর্ণনা 'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা'-র পরিধি বিবৃতিটির শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকায় এই বিবৃতিতে সুনির্দিষ্ট বর্ণনা 'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা' - র মুখ্য প্রয়োগ আছে এবং বিবৃতিটি মিথ্যা। কিন্তু 'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা নন অস্তিত্বশীল' এই বিবৃতিতে সুনির্দিষ্ট বর্ণনাটি নিষেধকের পরিধির অন্তর্গত হওয়ায় এবং পরিধিটি বিবৃতিটির শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকায় এই বিবৃতিতে সুনির্দিষ্ট বর্ণনাটির গৌণ প্রয়োগ আছে। সুতরাং 'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা নন অস্তিত্বশীল' এই বাক্যটিকে বিশ্লেষণ করলে বাক্যটির যৌক্তিক রূপটি হবে:

এমন নয় যে, (It is not the case that),

{(অ) একজন ব্যক্তি আছেন যিনি বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা (At least one person who is the present king of India);

(আ) অনধিক একজন ব্যক্তি আছেন যিনি হন বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা (At most one person who is the present king of India) ।}

এই বাক্যটিকে সাংকেতিক আকারে আকারিত করলে পায়:

$\sim (\exists x)\ [Kx.\ (y)\ (Ky.\supset.\ y=x)]$ 'x is the king of India.'

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে উক্ত বাক্যাকারটি, $\sim (\exists x)\ [Kx.\ (y)\ (Ky\ .\supset.\ y=x)]$ 'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা হন অস্তিত্বশীল' $(\exists x)\ [Kx.\ (y)\ (Ky\ .\supset.\ y=x)]$ এই মিথ্যা বিবৃতির নিষেধক এবং যৌক্তিক নিয়ম অনুসারে একটি মিথ্যা বিবৃতি কে নিষেধ করলে সেই বিবৃতিটি সত্যমূল্য হয় সত্য। ফলস্বরূপ 'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা নন অস্তিত্বশীল' এই অভিব্যক্তিটি 'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা হয় অস্তিত্বশীল' এই অভিব্যক্তির নিষেধক হওয়ায় এই বিবৃতিটির ('বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা নন অস্তিত্বশীল') সত্যমূল্য সত্য হয়ে যায়। এইভাবে রাসেল যৌক্তিক বিশ্লেষণের সাহায্যে একটি নিষেধাত্মক সাত্ত্বিক বচনের সত্যমূল্য এবং অর্থপূর্ণতা ব্যাখ্যা করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography):

1. Bagchi, Dipak Kumar., the Notion of Existence in Modern Logical Theory, Progressive Publishers, Calcutta-73, 1996.
2. Beaney, M., the Frege Reader, Blackwell Publishers, Oxford, 1997.
3. Chisholm, R., 'The Theory of Objects' (ed.), Realism and Background of Phenomenology, Glencoe, III.1960.
4. Donnellan, K., "Speaking and Nothing", the Philosophical Review, Jan, 1974.
5. Gross, P. Analytic Philosophy, Oxford & IBH Publishing Co. New Delhi 01, 1981.
6. Martinich, A.P., the Philosophy of Language, Oxford University Press, Oxford, 1985.
7. Russell, B, The Principles of Mathematics, George Allen & Unwin London, 2nd edition, 1937.

[10] B. Russell, 'Descriptions' in A. P. Martinich (ed.), *the Philosophy of Language*, p. 219.